STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র
জানুয়ারি ২০১৭
নবপর্যায় ৪৫
মূল্য ১০ টাকা

ওপরের নির্দেশেই হেফাজতের ১৩ দফা বাস্তবায়িত হয়েছে

অজয় রায়

পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িককরণ বা ইংরেজিতে বললে বলতে হয় কম্যুনালাইজেশন টেক্সটবুকস

পাঠক এই শিরোনাম দেখে শিহরিত বা চমকে উঠবেন না। পাঠ্যপুস্তক আবার সাম্প্রদায়িক হয় নাকি বিশেষ করে সাংবিধানিকভাবে যেখানে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার। বিশদে যাবার আগে সাম্প্রদায়িক বা ইংরেজিতে যাকে কম্যুনাল (Communal) বলা হয় তার একটা সংজ্ঞা দেয়া যাক। সিধেভাবে বলা যেতে পারে বিশেষ কোন জনগোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের ভাল-মন্দ বা বিশেষ সুবিধা ন্যায্য না হলেও এক কথায় স্বার্থ, শাসক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত বা মনোরঞ্জন করে আদায় করার আর এক নামই সাম্প্রদায়িকতা। এই কৌশল অবলম্বন করলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে সুবিধা বঞ্চিত করা হয় তা তাদের নেতাদের বা সুবিধা-গোষ্ঠী জনরা একথা ভাবেন না। অনেক সময় সমগ্র জনগণের তুলনায় কোন কোন জনসংখ্যা শিক্ষায়-দীক্ষায় ও সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ থাকতে পারে। যেমন ব্রিটিশ যুগে মুসলমানরা সাধারণভাবে এবং হিন্দুদের মধ্যে হরিজন ও নিম্নবর্গের হিন্দুজাতির মানুষ তুলনামূলকভাবে নানাদিকে বিশেষ করে শিক্ষায় ও সামাজিকভাবে বেশ পিছিয়ে ছিল। সে সময় এই অনগ্রসর মানুষদের সরকার অনেক সুবিধা-সুযোগ দিত, চাকুরীর ব্যাপারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের সন্তানদের, কম যোগ্যতা সত্ত্বেও, ভর্তির সুযোগ দিতে। একেই বলা হতো সংরক্ষণ নীতি। এ নীতির কার্যকারিতা এখনও রয়েছে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে। এ নীতি ভালো কি মন্দ সে প্রশ্নে আমি যাব না, শুধু বলব, পিছিয়ে পড়া মানুষদের উপরে উঠতে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এই নীতির সামাজিক প্রয়োজন আছে। অগ্রসর ব্যক্তিরা এতে ক্ষুন্ন হতে পারেন ন্যায়ত। কোটা কী শুধু জনগণের মধ্যে অঞ্চল ভেদেও তো চাকুরি, প্রমোশন ইত্যাদির সংরক্ষণ ছিল। এতে কুমিল্লার শিক্ষিত সম্প্রদায় অখুশী হলেও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের শিক্ষিত যুবকরা খুশী হতেন। তাহলে কম্যুনালিজমের সংজ্ঞাটি কী দাঁড়ালো – কিছু দিন আগে আমি "How I dream to see the South-Asia" নামে প্রবন্ধটিতে যেটি ব্যবহার করেছিলাম তাই পুনরুদ্ধৃতি করছি :

> পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িককরণ বা ইংরেজিতে বললে বলতে হয় কম্যুনালাইজেশন টেক্সটবুকস

সাম্প্রদায়িকতা-সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং সংখ্যালঘু

একসময় আমার এক প্রথিতযশা ভারতীয় সাংবাদিক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কীভাবে 'সাম্প্রদায়িকতা' (Communalism) ও 'সাম্প্রদায়িক সংঘাত' (Communal Violence) পদ-দুটি সংজ্ঞায়িত করব। উত্তরে বলেছিলাম– এটি একটি কষ্টসাধ্য বিষয়, বিশেষ করে এটি একটি সম্প্রদায় অন্য আর একটি সম্প্রদায়কে কীভাবে দেখছে সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। যদি কোন একটি সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক মর্যাদা, সামাজিক উন্নয়ন এবং চাকুরিতে নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে– তাদের এই পদক্ষেপকে আমি কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক বলব না বরং বলতে পারি সাম্প্রদায়িক অনুভূতি বা Community

পৃষ্ঠা ৭

পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশির কাছে অশনিসংকেত

নিউইয়র্ক টাইমস-এর নিবন্ধ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় যখন ২০১৭ সালের পাঠ্যবই প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন ইসলামি চিন্তাবিদদের একটা রক্ষণশীল অংশ 'নিরীশ্বরবাদিতার' অভিযোগ তুলে বাংলা বই থেকে ১৭টি কবিতা এবং গল্প প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

১ জানুয়ারি স্কুলে বইগুলো যখন বিতরণ করা হলো,

পৃষ্ঠা ৩

সমন্বয় কমিটির ডাকে সারাদেশে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িককরণের প্রতিবাদে এবং নির্বাচন কমিশনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে গত ২৬ জানুয়ারি সারাদেশে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সমাবেশ থেকে বলা হয়, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ফিরে যেতেই পরিকল্পিতভাবে হেফাজতে ইসলামের দাবি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িককরণ করা হয়েছে। এটা সংবিধান বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের বিরোধী। এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সিনিয়র সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমন্বয় কমিটির মানববন্ধন ও বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন জয়ন্ত কুমার সেন দীপু, এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, মঞ্জু ধর, অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, নির্মল রোজারিও, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জি, এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, শুভাশীষ বিশ্বাস সাধন, বিপব কুমার দে, অধ্যাপক অশোক তরু, হেমন্ত কোরাইয়া, সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য, স্বপ্না বিশ্বাস, মার্কোস গোমেজ প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এবার যা হয়েছে তা আমাদের কাছে অশনি সংকেত হয়ে এসেছে। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি অষ্টম সংশোধনীর রাষ্ট্রধর্ম কেন রাখা হয়েছে এইবার তার উদ্দেশ্য বোঝা গেল। এই পদক্ষেপ মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। ত্রিশ লাখ শহীদ, কয়েক লাখ নারীর সম্ভ্রম এবং ধ্বংসস্তূপ আজ প্রশ্ন তুলছে, বর্তমান অবস্থা তৈরির জন্যই কি স্বাধীনতা এসেছে? বক্তারা আরও বলেন, পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িককরণ রুখতে না পারলে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা আরও বড় ছোবল মারবে, জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

বক্তারা বলেন, আজ জঙ্গিবাদ নির্মূলে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু এই পাঠ্যপুস্তকের চেতনায় নতুন জঙ্গি তৈরি হবে, জঙ্গিবাদ আরও ভিত্তি পাবে। একদিকে জঙ্গিবাদ বিরোধী অবস্থান, অন্যদিকে জঙ্গিবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করা– এটা পরস্পর বিরোধীতা। জাতি এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করছে।

পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের সংখ্যালঘু মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ

পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বিদ্বেষ-বৈষম্যমূলক বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি ভবিষ্যৎ বিপন্ন হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি'২০১৬ শীর্ষক প্রতিবেদন পেশকালে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, বিগত বছর ছিল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্যে আতঙ্কের ও উদ্বেগের। অন্যদিকে চলতি বছরের শুরুতেই সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিদ্বেষ-বৈষম্যমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি তাদের ভবিষ্যৎকে অধিকতর বিপন্নের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গত ১২ জানুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পঠিত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিগত বছরে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর কমপক্ষে ১,৪৭১টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এর আগের বছরের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৬২টি। এ সবের অধিকাংশ একক ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার সংখ্যা আনুমানিক ৩৩ হাজার। যে সংখ্যা ২০১৫ সালে ছিল ১,৫৬২।

পৃষ্ঠা ২

তার অবসান চাই
জাতীয় সমন্বয় কমিটি
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষা পাঠ্যক্রম সাম্প্রদায়িকীকরণ
২৬ শে জানুয়ারী ২০১৭ বিকেল ৩.০০ ঘটিকা
মানববন্ধন ও র‍্যালী
স্থান: জাতীয় প্রে
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন

শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িককরণের প্রতিবাদে এবং নির্বাচন কমিশনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন

ছবি : পরিষদ বার্তা

সমন্বয় কমিটির ডাকে সারাদেশে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমাবেশে বক্তারা আসন্ন নির্বাচন কমিশন গঠনের উদ্যোগের বিষয় উলেখ করে এই কমিশনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি জানান। তাঁরা বলেন, ভোটার তালিকায়ও দেশের কোন মানুষ বিশেষ করে সংখ্যালঘুরা যাতে বাদ না পরেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে ২০০৮ সালের নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

দেশে বিভিন্ন জেলা থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, সমন্বয় কমিটির ডাকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো জেলায় শুক্রবার এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসব কর্মসূচি থেকেও পাঠ্যপুস্তক সাম্প্রদায়িককরণে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়।

বিভিন্ন স্থানে হামলা, প্রতিমা ভাংচুর

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

মাসুম শেখ, লুথু শেখ, টুলু, মিলটন ভুঁইয়া, ইছাখালি গ্রামের খাজা মোলাসহ আরও কয়েকজন তাদের (আশুতোষ ও পঙ্কজ) জায়গা-জমি ও বাড়ি লিখে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। গত মাসের ২১ তারিখে (ডিসেম্বর) উক্ত ব্যক্তিরা আশুতোষের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। ১৫০ টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সই করতে বলে। এই হুমকির মুখে আশুতোষ মাকে নিয়ে পালিয়ে যান। পঙ্কজ আগেই ভারতে পালিয়ে যান বলে জানান হয়েছে।

মানিকগঞ্জে দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাস করতে মন্দিরে হামলা

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার সানাইল গ্রামে একটি কালী মন্দির ভাংচুর করা হয়েছে। হামলার জন্য অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বায়রা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান দেওয়ান জিন্নাহ লাটু, এ ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) সোহরাব হোসেন এবং থানা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট কালামের বিরুদ্ধে। উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি শান্তি লাল মন্ডল ও সানাইল গ্রামের হিন্দু-মুসলমানরা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন, এখানে হিন্দুদের ৬২ শতাংশ দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে। প্রায় আড়াইশ বছর ধরে হিন্দুরা পূজা অর্চনা করছে এবং প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির মেলা বসে এখানে। কিন্তু ২৭ শতাংশ বাদে বাকি জমি-বেদখল হয়ে গেছে। এখন ২৭ শতাংশের দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এখানে কোনো মন্দির রাখা যাবে না এবং পূজা অর্চনা করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন।

টুঙ্গীপাড়ায় তিনটি মন্দিরে ২০টি মূর্তি ভাংচুর

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় তিনটি মন্দিরের অন্তত ২০টি মূর্তি ভাংচুর করা হয়েছে। গত ২ জানুয়ারি রাতে টুঙ্গীপাড়া উপজেলার জামাই বাজার ডুমুরিয়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, হরি মন্দির ও রাধা গোবিন্দ মন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করা হয়। মন্দিরের পূজারী কমলা রানী বালা পরদিন মন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাংচুর দেখে গ্রামবাসীদের খবর দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ও দুর্বৃত্তদের বিচার দাবিতে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিরাপদ বসু জানান, মন্দিরের গ্রিল কেটে দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে। মূর্তি ভাংচুরের পর তিন মন্দিরেই অগ্নিসংযোগ করা হয়।

স্বরূপকাঠিতে মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর

পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি উপজেলার গুয়ারেখা গ্রামের সিংহ বাড়িতে কালী প্রতিমা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ৩১ ডিসেম্বর রাতে প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। গুয়ারেখা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুব্রত কুমার ঠাকুর জানান, মাখন লাল সিংহের বাড়িতে কালী প্রতিমা ভেঙেছে দুর্বৃত্তরা। সকালে মন্দিরের দরজা ভাঙা দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকলে দেখা যায় প্রতিমা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়েছে।

কালীগঞ্জে প্রতিমা ভাংচুর

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের বড়গাঁও গ্রামে একটি দুর্গা মন্দিরে ছয়টি প্রতিমা ভেঙে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে করেছে, সে ব্যাপারে কোনো তথ্য জানাতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বড়গাঁও বাজার এলাকার দুর্গা মন্দির নামে একটি সার্বজনীন মন্দির রয়েছে। ২০ জানুয়ারী রাতে কয়েকজন দুর্বৃত্ত মন্দিরে প্রবেশ করে ছয়টি প্রতিমাই ভেঙে ফেলে। পরে দুর্বৃত্তরা প্রতিমার গায়ে থাকা কাপড়ে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। এ সময়ে আগুন দেখে বাজারের নিরাপত্তা প্রহরী এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। কালীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার মুশফিকুর রহমান, কালীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পঙ্কজ দত্ত, উপজেলা কালীগঞ্জ পূজা কমিটির সভাপতি প্রণয় কুমার দাস, বড়গাঁও দুর্গা মন্দির কমিটির সভাপতি নেপাল বাবু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কালীগঞ্জ থানার ওসি মো. আলম চাঁদ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় বিদ্বেষ-বৈষম্যমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যৎ বিপন্ন হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে এসব মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ক্ষতিগ্রস্তদের সমগোত্রীয় যারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একই সামাজিক ও ধর্মীয় বলয়ে বসবাসরত তারাসহ যারা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে বসবাস করছেন এমন কোটি মানুষের মনে এক মর্মস্পর্শী বেদনা সৃষ্টি করেছে। এই সময়ে হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন ৭১জন, যাদের অধিকাংশকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে আরও ২৯টি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে যেগুলোও হত্যাকান্ড বলে প্রতীয়মান হয়। ২০১৫ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ৪গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে হত্যার ঘটনা ছিল ২৪টি।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০১৬ সালে সংঘটিত হত্যাকান্ডগুলোর ১০% ছিল পূর্ব পরিকল্পিত হত্যা (টার্গেট কিলিং), যার নেপথ্যে ধর্মীয় উগ্রবাদের অভিযোগ রয়েছে। এ সময় একের পর এক ধর্মীয় যাজক ও মঠ-মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যার লক্ষ্যবস্তু করা হয়। ২০১৬ সালে এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। উক্ত বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে গৌড়ীয় সন্ত মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ যজ্ঞেশ্বর রায়কে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে এবং তা সাময়িক বিরতিতে একের পর এক চলতে থাকে। এসব হত্যার ঘটনায় হত্যাকারীদের প্রতিরোধে বা দমনে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা দেখা যায় নি। সর্বশেষ উক্ত বছরের ১ জুলাইয়ে গুলশানের হলি আর্টিজানে ২০জন বিদেশি হত্যার ঘটনার পর প্রবল চাপের মুখে নড়েচড়ে বসে সরকার ও প্রশাসন। এরপর থেকে সন্ত্রাস দমনে প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপে হিন্দু পুরোহিত হত্যাসহ এ জাতীয় হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়।

হলি আর্টিজানের মতো ঘটনা যদি না ঘটতো তাহলে জঙ্গি দমনে প্রশাসন মাঠে নামতো কি না এ ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন তোলা হয়। পঠিত বক্তব্যে বলা হয়, এ জাতীয় হত্যার লাগাম টানতে সরকার ও প্রশাসনের অন্তহীন তৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও সংখ্যালঘুদের হত্যায় অনুরূপ তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নি।

বিগত বছরে বিভিন্ন সহিংস হামলা ও শারীরিক নির্যাতনে আহত ও জখম হয়েছেন ৮৭৫ জন, অপহরণের শিকার হয়েছেন ২৮জন, ধর্ষণের ঘটনা ৩২টি, যার মধ্যে ১৫টি গণধর্ষণ। জমিজমা, ঘরবাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ২,২৩৮টি। ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটেছে ১,১৫৮টি। দখল ও উচ্ছেদের তৎপরতা ৩৮৬টি। একই সময়ে ১৬৮টি পরিবারের দেশত্যাগের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে কমপক্ষে ২৯৫টি। এ ছাড়া এই সময়ে উপর্যুপরি মঠ ও মন্দির সংশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা ও ৯৬টি হত্যার হুমকি প্রদানের ঘটনায় স্থবির হয়ে পড়ে ৩৬৫টি মন্দিরের নৈমিত্তিক পূজার্চনা কার্যক্রম। আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়ের সাথে যুক্ত অনেকে, কেউ কেউ দেশত্যাগও করেন। এ বছরের শেষ দিকে পঞ্চগড়ের ৪ জনসহ অসংখ্য সংখ্যালঘু পরিবারকে হিন্দুধর্ম ত্যাগের, দেশে বাঁচতে চাইলে কলেমা পড়ার, পূজার্চনা করলে হত্যার, পরিবার পরিজনসমেত ধর্মান্তরের অন্যথায় শেষ খাবার খেয়ে নেয়ার এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার হুমকি দেয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়।

সংবাদ সম্মেলনে এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা অধিকতর হুমকির সম্মুখীন সে বার্তা নিয়েই নতুন একটি বছরকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। বছরের শুরুতে এদেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে যে বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাতে নতুন করে সংযোজিত ও বিয়োজিত বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির অবস্থান থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

জাতীয় স্বার্থে গণবিরোধী শিক্ষার পাঠক্রম তৈরিতে যারা দায়ী তাদের অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করার জন্যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক ও ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য দেশের সুধীজনদের দাবির সাথে সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, মনীন্দ্র কুমার নাথ, পদ্মাবতী দেবী, উত্তম কুমার চক্রবর্ত্তী, প্রিয়া সাহা, রবীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।

আড়াই কোটি সংখ্যালঘু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্ব চায় : রানা দাশগুপ্ত

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের শুরুতে বেলা সোয়া ১২টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের খুলনা মহানগর সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

স্বাগত বক্তৃতা করেন ঐক্য পরিষদের জেলা সভাপতি বিমান বিহারী রায় অমিত।

বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ হারুনুর রশীদ, সংসদ সদস্য পঞ্চানন বিশ্বাস, সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান, পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমল সেন ও সুজিত সাহা, সহ-সভাপতি বিজয় কুমার ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট তাপস পাল, নির্মল চ্যাটার্জী ও নির্মল রোজারিও, ঐক্য পরিষদের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিলন ব্যানার্জী, খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের মহাসচিব হেমন্ত কোরাইয়া, সদস্য প্রাণতোষ আচার্য্য শিবু, ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মাধুরী চক্রবর্তী মিলি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের নগর সভাপতি শ্যামল হালদার ও জেলা সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণপদ দাস।

সম্মেলনে পরিষদের নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চির অবসান, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, দেশত্যাগ বন্ধ ও রূপসা শ্মশানের প্রবেশমুখের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের দাবি জানান।

ঐক্য পরিষদের জেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা: শ্যামল দাসের পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, ঐক্য পরিষদের নেতা সরোজ মলিক, রতন মিত্র, সজল অধিকারী, রতন মিত্র, গোপাল চন্দ্র সাহা, অ্যাডভোকেট বীরেন্দ্র নাথ সাহা, মুক্তি রানী রায়, অধ্যাপিকা উলাসিনা সরকার, বিশ্বজিৎ দে মিঠু, দেবাশীষ রায়। এর আগে সকাল থেকে বিভিন্ন উপজেলার নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে সম্মেলন স্থলে উপস্থিত হন।

খুলনা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

নগরে বীরেন্দ্রনাথ সভাপতি গোপাল সম্পাদক জেলায় অমিত সভাপতি শ্যামল সম্পাদক

॥ খুলনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে খুলনা মহানগর ও জেলার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছে। খুলনা মহানগর শাখার সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক গোপাল চন্দ্র সাহা নির্বাচিত হয়েছেন। জেলা শাখায় পুনরায় বিমান বিহারী রায় অমিতকে সভাপতি ও অধ্যাপক ডা. শ্যামল দাসকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়েছে।

গত ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় খুলনা প্রেসক্লাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের জেলা শাখায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নতুন প্রার্থী না থাকায় গত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পুনরায় নির্বাচিত হন। মহানগর শাখায় সভাপতি পদে দুই জন ও সাধারণ সম্পাদক পদে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বি থাকায় ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ৯৬ জন ভোটার তাদের ভোট প্রদান করেন। বর্তমান কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৭ ভোট পেয়ে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি রতন মিত্র পেয়েছেন ১৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে গোপাল চন্দ্র সাহা পেয়েছেন ৬০ ভোট এবং বিমান সাহা পেয়েছেন ৩৬ ভোট। এসময় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও সকল কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। আগামি ১ মাসের মধ্যে মহানগর ও জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

যেখানে আক্রমণ সেখানেই প্রতিরোধ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

রামনারায়ণ কানু ভারতে বাংলাদেশী হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী। এর বিরোধীতা করা দরকার। মণীন্দ্রনাথ ঘোষ সাম্প্রতিক সময়ে পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ হেফাজতে ইসলামের দাবিতেই হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। এ্যাডভোকেট নরেশ মুখার্জী অনেক রাজনৈতিক দলের চেয়েও ঐক্য পরিষদের কার্যক্রম অনেক ভালো বলে মন্তব্য করেন। তিনি সংখ্যালঘু নেতৃত্বকে নাজেহাল করার নানান ঘটনার উলেখ করে বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে তা' রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। অমৃতলাল সাহা যেখানেই আক্রমণ সেখানেই প্রতিরোধ-এ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাবার উপর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।

পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশির কাছে অশনিসংকেত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখা গেল, সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম ব্যাখ্যা ছাড়াই ১৭টি কবিতা এবং গল্প উধাও হয়ে গেছে। আরও কিছু পরিবর্তনও আনা হলো : প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যে 'ও' বর্ণের পরিচয়ে 'ওল'-এর পরিবর্তে 'ওড়না'কে উপস্থাপন করা হলো, যা মূলত মুসলিম কিশোরীরা বয়ঃসন্ধির সময় থেকে ব্যবহার শুরু করে; এবং ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যে ভারতের হিন্দু-অধ্যুষিত একটি স্থানের ভ্রমণকাহিনীর পরিবর্তে যুক্ত করা হলো মিসরের নীল নদ ভ্রমণের কাহিনি।

পরিবর্তনগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলেও কিছু বুদ্ধিজীবীর কাছে এগুলো ইসলামি মৌলবাদের দিকে সরকারের ধাবিত হওয়ার অশনিসংকেত বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক বহুত্ববাদের পক্ষে যে সমাজ সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে বাংলাদেশে এই কট্টরপন্থীদের সহিংসতা দমনে লড়াই করছে বাংলাদেশ। এ সময়ে কয়েকজন ধর্মনিরপেক্ষ লেখক ও বুদ্ধিজীবীর ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এদিকে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে: হিজাব পরা নারীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও তুলনামূলক হারে বাড়ছে।

ধর্মীয় সংগঠনগুলোর হাত এখন পাঠ্যবই সম্পাদনায় পড়েছে, যার দাবি তারা বছরের পর বছর ধরে করে এসেছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, সংগঠনগুলোর প্রভাব বাড়ছে, এমনকি আওয়ামী লীগের সময়েও, যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে জোর দাবি করে।

বাংলাদেশে এই পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রকে চিন্তিত করে তুলছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ এবং পরবর্তী দশকগুলোয় নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এ দেশ।

এই আদর্শ বহু বছর ধরেই প্রতিরোধক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ঘনবসতিপূর্ণ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং সীমান্ত ততটা সুরক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ক্রমশ বাড়তে থাকা বহুজাতিক জিহাদি নেটওয়ার্ক এ দেশে খুব একটা জায়গা পায়নি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে নিরীশ্বরবাদী বগার ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর চরমপন্থীদের হামলার ঘটনা ঘটছে, বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা দ্রুত অপসারিত হচ্ছে।

> বাংলাদেশে এই পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রকে চিন্তিত করে তুলছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ এবং পরবর্তী দশকগুলোয় নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এ দেশ।
> এই আদর্শ বহু বছর ধরেই প্রতিরোধক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ঘনবসতিপূর্ণ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং সীমান্ত ততটা সুরক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ক্রমশ বাড়তে থাকা বহুজাতিক জিহাদি নেটওয়ার্ক এ দেশে খুব একটা জায়গা পায়নি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে নিরীশ্বরবাদী বগার ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর চরমপন্থীদের হামলার ঘটনা ঘটছে, বাংলাদেশের মানুষের মন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা দ্রুত অপসারিত হচ্ছে।

২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচন আর বেশি দূরে নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অবস্থায় ইসলামি সংগঠনগুলোর চাওয়া অগ্রাহ্য করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ, তারা সাংগঠনিকভাবে অত্যন্ত দক্ষ।

২০১৩ সালের এক জমায়েতে থেকে প্রথম পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের দাবি জানায় ইসলামি সংগঠন হেফাজতে ইসলাম।

সংগঠনটির যুগ্ম মহাসচিব মুফতি ফয়েজ উলাহ বলেন, 'আমরা সরকারের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত গিয়েছি। সরকার বুঝতে পেরেছে, হ্যাঁ, মুসলিমদের এসব শেখা উচিত নয়। কাজেই তারা সংশোধন করেছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেছেন, 'পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে এবং কারও অনুরোধে তা করা হয়নি। তিনি বলেন, 'যদি হেফাজত দাবি করে থাকে যে তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে, তাহলে এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

এনসিটিবির সামনে কয়েক শ শিক্ষার্থী এবং রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ করেছেন। তবে এই পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি থেকে কোনো মন্তব্য আসেনি, যারা আওয়ামী লীগের যে কোনো বিতর্কিত পদক্ষেপেই সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আমেনা মোহসিন বলেন, 'দেশে মনে হচ্ছে, এই ইস্যুতে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধীদের মধ্যে দারুণ ঐক্য হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণতন্ত্রে লোকরঞ্জনবাদের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।'

বাংলাদেশে ইসলামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে বিভেদ ২০১৩ সালে হঠাৎ করেই প্রকট হয়ে ওঠে, যখন হাজার হাজার লোক-এদের বেশির ভাগ মাদ্রাসার ছাত্র, রাজধানী ঢাকায় সমবেত হয়। তাদের দাবির তালিকায় ছিল, 'নিরীশ্বরবাদী বগারদের' শাস্তি দিতে হবে, ভাস্কর্যগুলো ধ্বংস করতে হবে, পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনাসহ ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

> বাংলাদেশে ইসলামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে বিভেদ ২০১৩ সালে হঠাৎ করেই প্রকট হয়ে ওঠে, যখন হাজার হাজার লোক-এদের বেশির ভাগ মাদ্রাসার ছাত্র, রাজধানী ঢাকায় সমবেত হয়। তাদের দাবির তালিকায় ছিল, 'নিরীশ্বরবাদী বগারদের' শাস্তি দিতে হবে, ভাস্কর্যগুলো ধ্বংস করতে হবে, পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনাসহ ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
> সতর্ক হয়ে সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে শুরু করে। ২০১৪ সালের শুরুতে দেশের ১০ হাজার সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকার প্রণীত পাঠ্যবই পড়ানো অত্যাবশ্যক করা হয়। আশা ছিল, এতে করে শিশু-কিশোররা রক্ষণশীল পটভূমি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

সতর্ক হয়ে সরকার শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে শুরু করে। ২০১৪ সালের শুরুতে দেশের ১০ হাজার সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকার প্রণীত পাঠ্যবই পড়ানো অত্যাবশ্যক করা হয়। আশা ছিল, এতে করে শিশু-কিশোররা রক্ষণশীল পটভূমি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

মাদ্রাসায় সরকার প্রণীত পাঠ্যবই পড়ানোর যে প্রচেষ্টা, তা বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানকারী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়া।' তিনি বলেন, 'বিশ্বাস, চিন্তা এবং মনোভাবে বিস্তর ফারাক ছিল। আমরা সড়কে নেমে মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করছি। এটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।'

শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত সুপারিশে মাদ্রাসার নেতারা অনুরোধ করেন, মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে হিন্দু, খ্রিস্টান বা বিদেশি বলে মনে হয় এমন নামের পরিবর্তে 'সুন্দর ইসলামি নাম' ব্যবহার করতে হবে। 'এটা একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাস্তব অধিকার' বলে ওই সুপারিশে মন্তব্য করা হয়। পাঠ্যবই থেকে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যেকোনো ধরনের সংলাপ প্রত্যাহারেরও সুপারিশ করা হয়। তাদের মন্তব্য ছিল, কোনো কারণ ছাড়া একজন মেয়ের সঙ্গে কথা বলা ইসলামের দৃষ্টিতে মহা পাপ।

কর্তৃপক্ষও স্পষ্টত অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠল। মাদ্রাসায় ইংরেজি পাঠ্যবই থেকে হিন্দু, খ্রিস্টান, বা বিদেশি বলে মনে হওয়া সব ধরনের নাম বাদ দিয়ে সেখানে মুসলিম নাম লেখা হলো। ছেলেমেয়ের সংলাপ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। মাথায় কাপড় ছাড়া মেয়েদের ছবিগুলো সম্পাদনা করা হয়। মেয়েদের শারীরিক উন্নতির অধ্যায় থেকে 'মাসিক' শব্দটি মুছে ফেলা হয়। এনসিটিবির চেয়ারম্যান, যিনি একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী অধ্যাপক, তাঁর নাম উহ্য রাখা হয়।

সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'এই সব বিষয়ে সরকার খুব একটা নমনীয় ছিল না। আমি মনে করি, ভালো কিছু করতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়।'

কিন্তু নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিটিবির দুই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যেসব কর্মকর্তা সম্পাদনার কাজগুলো দেখাশোনা করছিলেন, তাঁরা প্রথমে হেফাজতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৭টি কবিতা ও গল্প পাঠ্যবই থেকে সরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। দেশের ২০ হাজার মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় এই বইগুলো পড়ানো হয়।

হেফাজতে ইসলামের মুফতি ফয়েজ উলাহ বলেন, 'সরকার যদি দাবি মেনে নিতে চায়, আমলাতন্ত্র খুব বেশি বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়েছি। আমরা সরকারের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত গিয়েছি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, ইসলামি সংগঠনগুলোর দাবি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কে নিল, তা পরিষ্কার নয়। তিনি বলেন, 'কেউই এ ব্যাপারে জানত না। কেউই দায়িত্ব নিচ্ছে না। অভিভাবকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, "আমরা কি আমাদের ছেলেমেয়েদের ঘরেই পড়ানো শুরু করব"?'

> কিন্তু নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিটিবির দুই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যেসব কর্মকর্তা সম্পাদনার কাজগুলো দেখাশোনা করছিলেন, তাঁরা প্রথমে হেফাজতের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৭টি কবিতা ও গল্প পাঠ্যবই থেকে সরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। দেশের ২০ হাজার মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় এই বইগুলো পড়ানো হয়।
> হেফাজতে ইসলামের মুফতি ফয়েজ উলাহ বলেন, 'সরকার যদি দাবি মেনে নিতে চায়, আমলাতন্ত্র খুব বেশি বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়েছি। আমরা সরকারের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত গিয়েছি।

এদিকে, হেফাজতে ইসলামের নেতারা আরও কিছু পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করতে চান। হেফাজতের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুলাহ ওয়াসেল বলেন, 'চারু ও কারুশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের জীবিত কোনো কিছুর চিত্রাঙ্কন শেখানো উচিত হবে না। কারণ, ইসলামে এটি নিষিদ্ধ। এর পরিবর্তে লিপিবিদ্যা শেখানো উচিত।'

ফয়েজ উলাহ বলেন, শারীরিক শিক্ষার যেসব পাঠ্যবইয়ে মেয়েদের ব্যায়ামের ছবি আছে, সেগুলো বাতিল চায় তাঁদের সংগঠন। তিনি বলেন, 'ছেলেরা যা করে, মেয়েরা তা করতে পারে না। আমি গাছে চড়তে পারি, কিন্তু আমার স্ত্রী-বোন তা করতে পারবে না। মেয়েদের শারীরিক কসরতের ছবির প্রয়োজন নেই।' তবে তিনি বলেন, তাঁদের লক্ষ্য পাঠ্যবইকে ছাপিয়ে আরও বড় কিছু। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই শিক্ষা কার্যক্রমে ছেলে ও মেয়েদের পুরোপুরি আলাদা করে দিতে চাপ সৃষ্টির আশা করছেন তিনি। ফয়েজ উলাহর মতে, 'শ্রেণিকক্ষে ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গে থাকতে দিলে তা বিয়ের আগে, শারীরিক সম্পর্কে উৎসাহিত হবে।'

ফয়েজ উলাহ বলেন, এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা থেকে শুরু করে বর্তমানের সব সদস্যকে পরিবর্তন করতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে হেফাজত। তিনি বলেন, 'আমি প্রশ্নটা তুলতে চাই– এবং আমি তাঁর (নারায়ণ চন্দ্র সাহা) বিরুদ্ধে নই–তবে দেশে কি এমন কোনো মুসলিম ব্যক্তি নেই, যিনি পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে পারেন?' তিনি বলেন, তাঁর সংগঠন অনুরোধ করেছে, নারায়ণ চন্দ্র সাহার পরিবর্তে এমন একজন 'দেশপ্রেমিককে আনা হোক, যিনি বাংলাদেশের মানুষের অনুভূতি এবং আদর্শ বোঝেন।' 'আপনি আমগাছ থেকে তো কাঁঠাল আশা করতে পারেন না।' যোগ করেন তিনি।

> ফয়েজ উলাহ বলেন, এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা থেকে শুরু করে বর্তমানের সব সদস্যকে পরিবর্তন করতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে হেফাজত। তিনি বলেন, 'আমি প্রশ্নটা তুলতে চাই– এবং আমি তাঁর (নারায়ণ চন্দ্র সাহা) বিরুদ্ধে নই–তবে দেশে কি এমন কোনো মুসলিম ব্যক্তি নেই, যিনি পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে পারেন?' তিনি বলেন, তাঁর সংগঠন অনুরোধ করেছে, নারায়ণ চন্দ্র সাহার পরিবর্তে এমন একজন 'দেশপ্রেমিককে আনা হোক, যিনি বাংলাদেশের মানুষের অনুভূতি এবং আদর্শ বোঝেন।' 'আপনি আমগাছ থেকে তো কাঁঠাল আশা করতে পারেন না।' যোগ করেন তিনি।

বি চি ন্তা

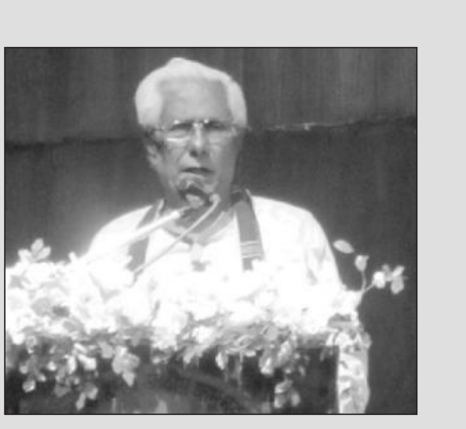

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

যুদ্ধশেষে ঘরে ফেরা: অপার সম্ভাবনা

১০ ডিসেম্বর '৭১ সূর্যোদয়ের সাথে আগরতলার গোকুলনগর যুবক্যাম্প গুটিয়ে সর্বশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্তদের নিয়ে দেশে ফেরা। দুইশতের অধিক মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেল, এস. এম. জি, এল. এম. জি, গোলাবারুদ, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, গ্রেনেড, রকেট লাঞ্চার ইত্যাদির সাথে প্রত্যেকের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে কসবার সি এ্যান্ড বি মহাসড়কে পা রেখে "ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা", "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক হে ভগবান"- এই গান দুটো গাইতে গাইতে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের শুরু হয় পথচলা, ঘরে ফেরা।

গেরিলা বাহিনীর সরবে পথ চলা শুরু হলো। কখনও বা জল-জঙ্গল-ডোবা-ধানক্ষেতের আলপথ-সরু গ্রামপথ- সাঁকো পার হয়ে কখনও নিরবে, কখনও সরবে এই পথচলা।

অগ্রবর্তী সিগনাল টিমের 'সংকেত' অনুযায়ী কখনও খন্ড গ্রুপে নিঃশব্দে-নিরবে, কখনও মার্চ করে সরবে পাড়ি দিচ্ছিলাম নদী খাল-বিল-মাঠ-ঘাট গ্রামপথ-জনপথ-রাজপথ মাড়িয়ে উচ্ছ্বাস উন্মাদনায় আসন্ন বিজয়ানন্দের অনির্বচনীয় আবেগে তাড়িত হয়ে। তখন অধিকাংশ স্বদেশভূমি মুক্তাঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে। পাকসেনারা ঢাকায় ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট পাক-শূন্য, পাক অনুচর রাজাকার চক্রের গা ঢাকা দিয়েছে। পথে পথে বিরান বাড়ি- দোকান-বাজার-হাট-স্কুল-কলেজ চোখে পড়েছে। খুবই অল্প সংখ্যক প্রৌঢ় বৃদ্ধ পুরুষের দেখা মেলে কদাচিৎ। জানা গেল বাড়িঘর খালি থাকলেও চুরি ডাকাতির ভয় নাই। ঐসব পেশা পালনের পরিবেশ পরিস্থিতি নেই বলেই চলে। বোঝা গেল চোর ডাকাতও তাদের পরিচিত পেশা থেকে পিছু হটেছে। ভৈরব ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে দেবীদ্বারে যখন পৌঁছি ১১ ডিসেম্বর বিকেলে তখন দেবীদ্বার থানার সেকেন্ড অফিসার থানা কার্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। চিরকাল পুলিশ দেখে ভয়-দূরত্ব কৃষক শ্রমিক নিম্নবিত্ত মুক্তিযোদ্ধা যুবকরা পুলিশ- জনতা বুক মেলাচ্ছে, কোলাকুলি করছে এই অনন্য সাধারণ দৃশ্য দেখে অভিভূত সকলে। দেশপ্রেমের টগবগ করা উন্মাদনা উভয়ের শরীরী ভাষায় অভিব্যক্ত। পুলিশের শুকনা চিড়া মুড়ি গুড় বাতাসা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আন্তরিক আপ্যায়ন স্বাদে-গন্ধে কত অপূর্ব ও অতুলনীয় হতে পারে সেদিন টের পেয়েছিল জিহ্বা, হৃতবাক সর্বহারা মুক্তিযোদ্ধারা। পুলিশ কর্তারাও জানালেন বিগত নয় মাসে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানিসহ খুন দখলবাজীর ঘটনা। সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। পাক বাহিনী ও তাদের অনুচর রাজাকার আলবদর, আল্ শামস চক্রের হত্যা-লুট-ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ তো থানাধীন অপরাধ নয় এগুলো 'জাতীয়' বিপর্যয়ের ঘটনা। এই ঘটনা পুলিশের সাধ্য-দক্ষতার বাইরের বিষয় ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন অতিথিপরায়ণ পুলিশরা। ফেরার পথে ইলাবাদে এক আলুথালু বেশবাসে বিড়বিড়-করা মধ্যবয়সী নারীকে পথিমধ্যে দেখলাম থুথু ছিটাচ্ছে পথে চলতে চলতে। জানলাম এক স্থানীয় প্রৌঢ়ের কাছ থেকে যে বাস্তার ছেড়ে পাক সেনা পালানোর পর বিকারগ্রস্ত ও পরিত্যক্ত এই মহিলাকে কদিন ধরে জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে। বুঝতে কারো বাকি থাকলো না এটা পুলিশি আওতাবহির্ভূত 'রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের' অন্যতম ঘটনা মাত্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস হয়ে এপথ ওপথ নৌকা ও হাঁটাপথে ভৈরব পৌঁছাতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।

পথে পথে পরমাত্মীয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব ও দেবীদ্বারে, মুন্সিগঞ্জে, নওয়াবগঞ্জে কারা আমাদের আহার যুগিয়েছেন, নাশতা পানির আয়োজন করেছেন, স্কুল ঘরে শুকনা খড় যোগাড় করে দিয়েছেন ঘুমাবার জন্য, গাছ থেকে ডাব পেড়ে দিয়েছেন, চিড়া মুড়ি খই গুড় বাতাসা জুগিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক, ক্ষেতমজুর-নিম্নবিত্ত নরনারী প্রৌঢ় বৃদ্ধা যুবক যুবতী কিশোর কিশোরী অচেনা কিন্তু সহজ সরল ব্যবহারের মধ্যে হয়ে উঠেছেন নৈব চিরচেনা এবং পরমাত্মীয়। এক বালতি দুধ নিয়ে এসেছেন এক গৃহবধূ। সে দুধ স্থানীয় শিশুদের ডেকে খাওয়ালেন মুক্তিযোদ্ধারা। দু'শ মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বিতরণ অপ্রতুলতার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা ঐ দুধ সেদ্ধ করে গ্রামের শিশুদের মধ্যে বিতরণের ঘটনায় তাদের মা-বাবা-অভিভাবকরা কেউ কেউ আবেগে কেঁদে ফেললেন। এই গ্রামবাসীরা দিতে এসেছে, নিতে নয়। এলাকার মানুষ রাজাকারদের ধরে এনে জমা দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠনের দখলদারীর। মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের পক্ষ হতে মোটামুটি অভিযোগ লিখে তাদের থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হতো। পুলিশে হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এক স্কুল ঘরে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে তাদের আটক রাখা হত। ব্যক্তিস্বার্থে পূর্বশত্রুতা মেটাতে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের প্রভাবিত করে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থোদ্ধারের কোনো তদ্বির চোখে পড়েনি এই কদিনে। যুদ্ধটা যে মুক্তিযুদ্ধ তথা জনগণের যুদ্ধ বা জনযুদ্ধ তা বিজয়ের পূর্বলগ্নে প্রতিটি ঘটনায় বারবার প্রতীয়মান হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা যে তাদেরই সন্তান, প্রিয়জন, আপনজন, পরমাত্মীয় তা স্থানীয় নরনারীর আন্তরিক সশ্রদ্ধ ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়েছে পদে পদে।

ভৈরবের দুটি কৃষক পরিবারের মা বাবা ভাই বোনেরা ছুটে এসেছে। তাদের ২ সন্তান কুমিল্লার বেতিয়ারায় পাক বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। কোনো গুলি তাদের পিঠে লাগেনি।

শোকের মধ্যেও সান্ত্বনা

স্বদেশের মাটিতে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা দলটির প্রথম রাত্রিযাপন হয় ভৈরব পৌরসভার নিকটে সংলগ্ন এক প্রাইমারী স্কুলে। খড়ের গাদায় এবং সঙ্কীর্ণ বেঞ্চে। ভোরের আলো ফোটার আগে মর্মভেদী কান্নার শব্দে ধড়ফড়িয়ে চমকে উঠেছে ঘুমন্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্তিযোদ্ধারা। দুটি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কৃষক পরিবারের মা-বাবা ভাইবোনেরা স্কুলের বারান্দায় কাঁদছে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে। কখনও উচ্চস্বরে কখনও বা ফুঁপিয়ে। কিছু পরে জানা গেল কান্নার উৎস। দুজন কৃষক সন্তান যারা আসামের তেজপুর সেনানিবাসে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ গেরিলা বাহিনীর ট্রেনিং নিয়ে দেশে ঢুকেছিল কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বেতিয়ারা অঞ্চলে, তারা পড়েছিল পাকবাহিনীর অ্যাম্বুসের ভিতরে। হয় অসম যুদ্ধ। সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে নয় জন গেরিলা। মুনীরুজ্জামান, আবুল কালাম আজাদসহ এই নয় গেরিলার দুজন ছিলেন ভৈরবের, দুজন করে চাঁদপুর ও নরসিংদীর। কারও পিঠে লাগেনি একটি গুলিও।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধার দুই পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘ কান্না ফোঁপানির পর জানতে চায় তাদের সন্তানদের লাশের সৎকার করা হয়েছে কিনা। তারা কবর জেয়ারত করতে পারবে কিনা। শহীদদের বন্ধুরা জানালেন অচিরেই তাদের 'স্মৃতি সৌধ হবে ঘটনাস্থলেই'। বিষাদক্লিষ্ট শহীদ পরিবার দুটি সাথে করে নিয়ে এসেছিল দুই ঝুড়িসমেত বরই, যা ছিল তাদের শহীদ সন্তানদের প্রিয় ফল। সহযোদ্ধা গেরিলা-মুক্তিযোদ্ধারা সে বরই খেলে শহীদ সন্তানদের আত্মা শান্তি পাবে এ বিশ্বাস শহীদদের মা-বাবার।

ভৈরবের একদল যুবক বলা কওয়া নেই চার ডেকচি খিচুড়ি আর দুই টুকরি ডিমসেদ্ধ নিয়ে হাজির। অনেকদিন পরে সুখাদ্য ইশতেমাল করার সুযোগ লাভ করেন মুক্তিযোদ্ধারা। অতঃপর মুন্সিগঞ্জ হয়ে ঢাকার নওয়াবগঞ্জে ঘাঁটি গেড়ে বসতে হলো ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মিত্রবাহিনী সূত্রে জানা গেল ১৬ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নের মধ্যে ঢাকা শহরে ঢোকা কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তারা ধারণা করছেন ঢাকা শহরে পাড়া মহল্লায় রাস্তা অলিগলিতে গোলাগুলি এমনকি হাতাহাতি লড়াই হতে পারে এই আশংকা ছিল তাদের। ন্যাপ নেতা মুক্তিযোদ্ধা ফকু ভাইয়ের আতিথ্যে নওয়াবগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের দুদিনব্যাপী অবস্থান স্বস্তিদায়ক, তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দদায়ক হয়। (চলবে)

মরণ-ছোবল বনাম মরণ-বাঁচন

মেঘে মেঘে হলো অনেক বেলা, পশ্চিম আকাশে সিঁদুরে মেঘের খেলা, আর পূর্ব আকাশে উদয়-সূর্যের আলোকচ্ছটা জানতে চিনতে বুঝতে মোটা দাগের নজর-কাড়া অতীতের চমক জাগানো কিছু চুম্বক সংবাদ কনিকায় চোখ রাখুন :

- ১৯৭১ আগস্ট ১ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ারে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" অনুষ্ঠিত। উদ্যোক্তা পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলী আকবর খাঁ ও জর্জ হ্যারিসন। অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ বাংলাদেশ সহায়তায় প্রদান করা হয়।
- ১৯৭১ আগস্ট ১ তারিখে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনসভায় ৪০ হাজার লোকের সমাবেশ। বিশ্বজুড়ে প্রচারণার সূচনা।
- ১৯৭১ আগস্ট ৮ তারিখে গোপনে বঙ্গবন্ধুর বিচার হবে এই মর্মে পাকিস্তান সরকারের সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের উপর ভারতের চাপ।
- ১৯৭১ আগস্ট ৯ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন। স্বাধীনতাকামী জনগণের মনে স্বস্তি ও সরকারের মধ্যে শক্তিবৃদ্ধি।
- ১৯৭১ আগস্ট ১১ ঢাকা ইন্টার কন্টিনেন্টাল (পরবর্তীতে শেরাটন) লবিতে মুক্তিযোদ্ধাদের বোমা আক্রমণ।
- ১৯৭১ সনের আগস্ট ১৫ তারিখে মুক্তি বাহিনীর অপারেশন 'জ্যাকপট'। চট্টগ্রামের বন্দরে সমরাস্ত্র ভর্তি ২০৫৯৬ টন যুদ্ধ উপকরণ ভর্তি ৩টি জাহাজ এম, ভি, আল আব্বাস, এম,ভি হরমুজ ও অরিয়েন্ট বার্জে লিমপেট মাইনের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।
- ১৯৭১ আগস্ট ১৬ খুলনার মংলা বন্দরে বিদেশী জাহাজ এম, ভি, টাইটানিক মুক্তিযোদ্ধাদের লিমপেট মাইনের বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্থ।
- ১৯৭১ আগস্ট ২০ ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকী থেকে বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে পাকিস্তান সরকারের প্রতি আবেদন পেশ করে।
- ১৯৭১ আগস্ট ৮ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো) ন্যাপ ভাসানী, কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সমবায়ে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন। কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিংহ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মৌলানা ভাসানী, জাতীয় কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর প্রমুখরা ছিলেন মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টাবর্গ।
- ১৯৭১ সেপ্টেম্বর ১১ তারিখে জাতীয় পরিষদ সদস্য এনায়েত করিম খানের সভাপতিত্বে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আব্দুল আজিজ সমর্থকদের সভায় তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য আওয়ামী হাই কমান্ডের প্রতি আহ্বান।
- ১৯৭১ সেপ্টেম্বর ২৯- ভারত- সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্ত ইশতেহার প্রকাশ। ইশতেহারে বলা হয় "শান্তি রক্ষার স্বার্থে উদ্ভূত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও আইনানুগ স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এবং শরণার্থীদের দ্রুততিতে ও নিরাপদে সম্মান ও মর্যাদার পরিবেশ ফেরত পাঠানোর উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যবস্থাগ্রহণ করা প্রয়োজন।"
- ১৯৭১ অক্টোবর ২১ সিলেটের কমলগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুরের মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর সংঘর্ষ। বহু পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত।
- ১৯৭১ অক্টোবর ২০ সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন প্রশাসনকে জানায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দেয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সাধন ব্যতীত সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে যুদ্ধের আশঙ্কা রোধ করা যাবে না।
- ১৯৭১ অক্টোবর ২৪ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা, বৃটেন এবং পশ্চিম জার্মানী সফর।
- ১৯৭১ নভেম্বর ৫ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের লাহোর সফর কালে এয়ার মার্শাল (অবঃ) আজগর খান এবং প্রখ্যাত কবি ফয়েজ আহমদ সহ ৪২ জন পাকিস্তানি রাজনীতিক, আইনজীবী, সাংবাদিক, লেখক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও ছাত্রনেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিদানের আহ্বান জানান।
- ১৯৭১ নভেম্বর ৭ চীন সফর শেষে পাকিস্তানের বিমান বন্দরে ভুট্টোর বক্তব্য 'তার এ মিশন একশ ভাগ সফল। গণচীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে। চীনে ৩ দিনের সফরে ভুট্টোর সফরসঙ্গী ছিলেন বিমান বাহিনী প্রধান মার্শাল রহিম খান, সেনাবাহিনীর চীফ-অব-স্টাফ লেঃ জেনারেল গুল হাসান খান, নৌবাহিনীর চীফ অব স্টাফ রিয়াল এডমিরাল এ রশীদ, পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মো: খান, ডি.জি. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আফতাব আহমেদ খান ও তবারক হোসেন ও ডিরেক্টর আহমদ কেওয়াল। এই সফরকালে চৌ এন লাই ও ভুট্টোর মধ্যে একান্ত বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭১ নভেম্বর ৮ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'পূর্ব বাংলার একমাত্র সমাধান স্বাধীনতা। শীঘ্রই হোক আর দেরীতেই হোক এ স্বাধীনতা আসবেই।
- ১৯৭১ অক্টোবর ১২ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত মর্মে ইয়াহিয়ার ভাষণ।
- ১৯৭১ অক্টোবর ১২ তারিখে দিলীর মার্কিন রাষ্ট্রদূত ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানান, ভারত যদি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য প্রদান বন্ধ না করে পাকিস্তান পশ্চিম দিক থেকে ভারত আক্রমণ করবে।
- ১৯৭১ অক্টোবর ১৩ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানের বাসভবনে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিবর্ষণ, হাসপাতালে মোনায়েমের মৃত্যু।
- ১৯৭১ নভেম্বর ১৬ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ইন্দিরা গান্ধী 'আগামি এক বা দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সংকটের সমাধান আশা করা যায়।'
- ১৯৭১ নভেম্বর ২১ সশস্ত্র বাহিনী গঠন। প্রবাসী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেন। বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনী নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়।

(পৃষ্ঠা ৭)

২০১৬ ছিল ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য আতঙ্ক ও উদ্বেগের বছর ॥ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

২০১৬ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু (ধর্মীয় ও জাতিগত) জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১,৪৭১টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৬২টি। এ সবের অধিকাংশ একক ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার সংখ্যা আনুমানিক ৩৩ হাজার। যে সংখ্যা ২০১৫ সালে ছিল ১,৫৬২। এই সময়ে হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন ৭১জন, যাদের অধিকাংশকেই অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। একই সময়ে আরও ২৯টি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে যেগুলোও হত্যাকান্ড বলে প্রতীয়মান হয়। ২০১৫ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ৪গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে হত্যার ঘটনা ছিল ২৪টি। এ সময়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডগুলোর ১০% ছিল পূর্ব পরিকল্পিত হত্যা (টার্গেট কিলিং), যার নেপথ্যে ধর্মীয় উগ্রবাদের অভিযোগ রয়েছে। এ সময় একের পর এক ধর্মীয় যাজক ও মঠ-মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যার লক্ষ্যবস্তু করা হয়। ২০১৬ সালে এ জাতীয় হত্যাকান্ড শুরু হয় উক্ত বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে গৌড়ীয় সন্ত মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ যজ্ঞেশ্বর রায়কে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে এবং তা সাময়িক বিরতিতে একের পর এক চলতে থাকে। এসব হত্যার ঘটনায় হত্যাকারীদের প্রতিরোধে বা দমনে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা দেখা যায় নি। সর্বশেষ উক্ত বছরের ১ জুলাইয়ে গুলশানের হলি আর্টিজানে ২০জন বিদেশি হত্যার ঘটনার পর প্রবল চাপের মুখে নড়েচড়ে বসে সরকার ও প্রশাসন। এরপর থেকে সন্ত্রাস দমনে প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপে হিন্দু পুরোহিত হত্যাসহ এ জাতীয় হত্যাকান্ড বন্ধ হয়। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারির একুশের বইমেলায় অভিজিৎ হত্যাকান্ড থেকে শুরু করে প্রায় দেড় বছর তাদের কার্যক্রমের লাগাম টানতে পারে নি প্রশাসন।

এ সময়ে বিভিন্ন সহিংস হামলা ও শারীরিক নির্যাতনে আহত ও জখম হয়েছেন ৮৭৫ জন, অপহরণের শিকার হয়েছেন ২৮জন, ধর্ষণের ঘটনা ৩২টি যার মধ্যে ১৫টি গণধর্ষণ। জমিজমা, ঘরবাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ২,২৩৮টি। ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি দখলের ঘটনা ঘটেছে ১,১৫৮টি। দখল ও উচ্ছেদের তৎপরতা ৩৮৬টি। একই সময়ে ১৬৮টি পরিবারের দেশত্যাগের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে কমপক্ষে ২৯৫টি। এ ছাড়া এই সময়ে উপর্যুপরি মঠ ও মন্দির সংশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা ও হত্যার হুমকিতে স্থবির হয়ে পড়ে ৩৬৫টি মন্দিরের নৈমিত্তিক পূজা-অর্চনা কার্যক্রম। আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন অনেক পুরোহিত, মঠ মন্দিরের অধ্যক্ষ, সেবায়েত; কেউ কেউ দেশত্যাগও করেন। এ বছর হিন্দু পরিবারকে ইসলাম ধর্মগ্রহণের জন্য হুমকি প্রদানের অভিযোগও পাওয়া যায়। জাতীয় সংবাদপত্র, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সংগঠনের নিজস্ব অনুসন্ধানে এসব তথ্য জানা গেছে।

এক নজরে

ঘটনার ধরণ		সংখ্যা	
		২০১৬ খ্রি:	২০১৫ খ্রি:
হত্যা		৭১	২২
মরদেহ উদ্ধার (হত্যাকান্ড বলে প্রতীয়মান)		২৯	২
হত্যাচেষ্টা		২৮	৩
হত্যার হুমকি		৯৬	৫২
জখম/আহত/শারীরিক নির্যাতন/হামলার শিকার		৮৭৫	২৩৯
চাঁদাদাবি		১৯	তথ্য নেই
বসতঘর/ সম্পত্তি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা/ভাংচুর/অগ্নিসংযোগ/লুটপাট		২২৩৮	৫৭২
সম্পত্তি দখল /উচ্ছেদ	বসতবাড়ি, জমিজমা দখল	১১৫৮	৯০
	দখলের/ উচ্ছেদের তৎপরতা (পরিবার)	৩৮৬	৫৭২
	উচ্ছেদের হুমকি (পরিবার)	২৩৭	১১
	দেশত্যাগের হুমকি	৪৬	তথ্য নেই
	দেশত্যাগের চেষ্টা (পরিবার)	১৬৮	তথ্য নেই
মন্দির হামলা/ভাংচুর/অগ্নিসংযোগ		৭৭	৩১
প্রতিমা ভাংচুর		২৯৫	১৮০
মন্দিরে চুরি/ডাকাতি		২১	৫
প্রতিমা চুরি		১১	১১
গণধর্ষণ		১৫	১০
ধর্ষণ		১৭	১৫
ধর্ষণ চেষ্টা		১৩	৪
অপহরণ		২৮	২৪
নির্যাতন		২৪	তথ্য নেই
অপহরণ ও ধর্মান্তরকরণ		৫	৯
ধর্মান্তরকরণের তৎপরতা		৩	১
ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে শাস্তি প্রদান		৭	১
হিন্দুদের হয়রানির মাধ্যমে গরুর মাংস খাওয়ানোর অভিযোগ		৩	তথ্য নেই
মোট ঘটনা		১,৪৭১	২৬২
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (আনুমানিক)		৩৩,০০০	১,৫৬২

সূত্র : দৈনিক পত্রিকা ও বিভিন্ন থানা থেকে প্রাপ্ত কেস ডকুমেন্টস

২০১৬ সালে হত্যা ও মরদেহ উদ্ধারের চিত্র (মাসওয়ারি) : সর্বমোট ১০০ জন

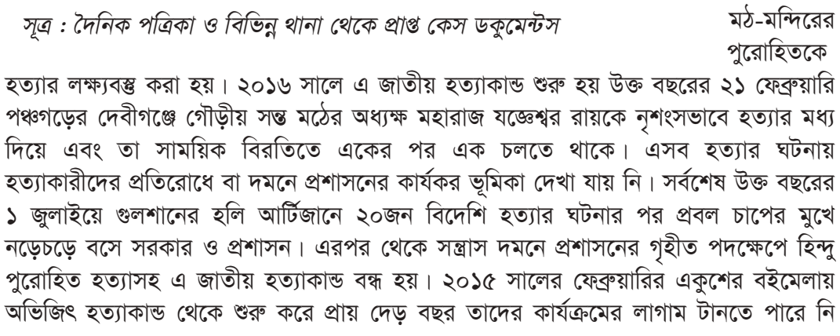

এই চিত্রে দেখা যায় বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে কম হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং জুলাই মাসে তা সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে তার পরের মাসে অর্থাৎ আগস্টে

২০১৬ সালে উপরিউক্ত ১০০ জনের মধ্যে যারা নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন

ক্রম.	হত্যাকান্ডের শিকার	জেলা	হত্যার ধরণ	হত্যাকান্ড সংঘটনের তারিখ
১.	তাপস ভৌমিক	নরসিংদী	ছুরিকাঘাতে হত্যা	১৫ জানুয়ারি ২০১৬
২.	যজ্ঞেশ্বর রায়	পঞ্চগড়	গলা কেটে হত্যা	২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৩.	বিপব রায়	সিলেট	ছুরিকাঘাতে হত্যা	১৫ মার্চ ২০১৬
৪.	মনীন্দ্র চন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ	ধারালো অস্ত্রের আঘাতে	১৬ মার্চ ২০১৬
৫.	সঞ্জয় সরকার	মুন্সীগঞ্জ	ধারালো অস্ত্রের আঘাতে	২১ মার্চ ২০১৬
৬.	দিপু ওঁরাও	নওগাঁ	ছুরিকাঘাতে হত্যা	৩১ মার্চ ২০১৬
৭.	সনাতন চন্দ্র মোদক	বগুড়া	ছুরিকাঘাতে হত্যা	২ এপ্রিল ২০১৬
৮.	মানিক জমাদার (পরিচ্ছন্নতা কর্মী)	ফরিদপুর	কুপিয়ে হত্যা	৭ এপ্রিল ২০১৬
৯.	ভরত জমাদার (পরিচ্ছন্নতা কর্মী)			
১০.	গৌতম মালি (পরিচ্ছন্নতা কর্মী)	বরিশাল	কুপিয়ে হত্যা	১৭ এপ্রিল ২০১৬
১১.	পরমানন্দ রায়	গোপালগঞ্জ	কুপিয়ে হত্যা	২৪ এপ্রিল ২০১৬
১২.	মানেন্দ্র ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি	মস্তক ও এক হাত-একটি পা বিহীন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়	২৯ এপ্রিল ২০১৬
১৩.	নিখিল চন্দ্র জোয়ার্দার	টাঙ্গাইল	কুপিয়ে হত্যা	৩০ এপ্রিল ২০১৬
১৪.	বসন্ত বড়ুয়া	বান্দরবান	গলা কেটে হত্যা	৪ মে ২০১৬
১৫.	মুরারী মোহন মজুমদার	যশোর	ছুরিকাঘাতে হত্যা	৬ মে ২০১৬
১৬.	তাপস চন্দ্র দাস	কুমিল্লা	কুপিয়ে হত্যা	৭ মে ২০১৬
১৭.	ভিক্ষু মংশৈউ চাক	বান্দরবান	কুপিয়ে হত্যা	১৩ মে ২০১৬
১৮.	সুমন মণ্ডল	যশোর	পিটিয়ে হত্যা	২২ মে ২০১৬
১৯.	দেবেশ চন্দ্র প্রামানিক	গাইবান্ধা	কুপিয়ে হত্যা	২৫ মে ২০১৬
২০.	কনিকা ঘোষ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	কুপিয়ে হত্যা	২৭ মে ২০১৬
২১.	সুনীল চাকমা	বান্দরবান	কুপিয়ে হত্যা	৩১ মে ২০১৬
২২.	সুবিধ চন্দ্র রায়	নীলফামারী	কুপিয়ে হত্যা	৩ জুন ২০১৬
২৩.	সুনীল গোমেজ	নাটোর	কুপিয়ে হত্যা	৫ জুন ২০১৬
২৪.	আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলি	ঝিনাইদহ	কুপিয়ে হত্যা	৭ জুন ২০১৬
২৫.	নিত্যরঞ্জন পান্ডে	পাবনা	কুপিয়ে হত্যা	১০ জুন ২০১৬
২৬.	তাপস চন্দ্র বিশ্বাস	নরসিংদী	গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার	১১ জুন ২০১৬
২৭.	সুলাল চৌধুরী	চট্টগ্রাম	গলা কেটে হত্যা	২৫ জুন ২০১৬
২৮.	মংশৈলু মারমা	বান্দরবান	গলা কেটে হত্যা	৩০ জুন ২০১৬
২৯.	শ্যামানন্দ দাস	ঝিনাইদহ	গলা কেটে হত্যা	১ জুলাই ২০১৬
৩০.	শিবু সরকার	হবিগঞ্জ	ধারালো অস্ত্রের আঘাতে	৯ জুলাই ২০১৬
৩১.	শুক্লা রানী সেন	নীলফামারী	কুপিয়ে হত্যা	২৫ জুলাই ২০১৬
৩২.	সাগর বর্মন	নারায়ণগঞ্জ	পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে	২৪ জুলাই ২০১৬
৩৩.	সোনাতন ত্রিপুরা	চট্টগ্রাম	কুপিয়ে হত্যা	২৫ জুলাই ২০১৬
৩৪.	ঝর্ণা রানী ভৌমিক	কিশোরগঞ্জ	সন্ত্রাসী ও পুলিশের মধ্যে গোলাগুলির সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু	৭ জুলাই ২০১৬
৩৫.	দুর্জয় দাস মরণ	নরসিংদী	অপহরণ ও হত্যা	২১ জুলাই ২০১৬
৩৬.	রিপন দে	চট্টগ্রাম	ছুরিকাঘাতে হত্যা	১৩ আগস্ট ২০১৬
৩৭.	শুভ দে	চট্টগ্রাম	কুপিয়ে হত্যা	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৩৮.	নিতু মণ্ডল	মাদারীপুর	ছুরিকাঘাতে হত্যা	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৩৯.	সুব্রত কর্মকার	ঢাকা	নিখোঁজের চারদিন পর নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৪০.	গৌতম চন্দ্র রায়			
৪১.	হরিদাস পাল	বগুড়া	গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার	৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৪২.	তন্বী রায়	হবিগঞ্জ	নদী থেকে বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার	২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬
৪৩.	জয়দেব কুমার পাইক	পিরোজপুর	চোখ তুলে ও পিটিয়ে হত্যা	৬ অক্টোবর ২০১৬
৪৪.	হিমাদ্রী মণ্ডল	সাভার	গলাকেটে হত্যা	২৭ অক্টোবর ২০১৬
৪৫.	শ্যামল হেমব্রম	গাইবান্ধা	গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামার এলাকায় রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষে মৃত্যু	৬ নভেম্বর ২০১৬ ও পরবর্তী সময়ে
৪৬.	মঙ্গল সরেন			
৪৭.	রমেশ টুডু			
৪৮.	নিয়তি চক্রবর্তী	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	অগ্নিদগ্ধে নিহত	১৬ নভেম্বর ২০১৬
৪৯.	পুষ্পেন্দু বিকাশ মণ্ডল	খুলনা	ধারালো অস্ত্রের আঘাতে	২৯ নভেম্বর ২০১৬
৫০.	গৌতম সরকার	সাতক্ষীরা	মুক্তিপণ না পেয়ে হত্যা	১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬
৫১.	কপিল চন্দ্র বাড়ৈ	ঢাকা	মুক্তিপণ না পেয়ে হত্যা	২০ ডিসেম্বর, ২০১৬
৫২.	শুকু সরেন	দিনাজপুর	গলা কেটে হত্যা	২১ ডিসেম্বর, ২০১৬
৫৩.	শিপ্রা কুন্ডু		খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জেড এ মাহমুদ ডনকে লক্ষ্য করে চালানো গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শিপ্রা কুন্ডুর বুকে বিদ্ধ হলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬

পৃষ্ঠা ৬

ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

হত্যাকান্ড অনেকটাই কমে গেছে। প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, জুলাই মাসে গুলশানের হলি আর্টিজান ট্রাজেডির পর সরকারের জঙ্গি বিরোধী অভিযানের কারণে আগস্ট মাসে হত্যাকান্ডের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং দীর্ঘ দেড় বছর ধরে একাধারে ঘটতে থাকা জঙ্গি সংশিষ্ট হত্যাকান্ড বন্ধ হয়।

একই সময়ে হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ২৮টি। এসব ঘটনার মধ্যে মাদারীপুর জেলার সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক রিপন চক্রবর্তীকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের একজনকে স্থানীয় জনতা আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। ১৫ জুন ২০১৬ বুধবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। ১৭ জুন ২০১৬ শুক্রবার সন্ধ্যার পর নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার বোরাম গ্রামে সংখ্যালঘু বৃদ্ধ ময়না চন্দ্র মোহন্ত (৬২) কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ২২ জুন ২০১৬ গাজীপুরের কালিয়াকৈরে স্বপন চক্রবর্তী (৩৬) নামে মন্দিরের এক পুরোহিতকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার ঘটনা ঘটে। ১ জুলাই ২০১৬ গভীর রাতে কিশোরগঞ্জ শহরের নগুয়া এলাকার বিবেকানন্দ পাঠাগার ও মন্দিরের সেবায়েত পলাশ চক্রবর্তীর ওপর হামলা হয়। ১১ জুলাই ২০১৬ সোমবার রাতে মাগুরা শহরের কেন্দ্রীয় কালিবাড়ির পুরোহিতের সন্ধান করতে আসে সন্দেহভাজন ৪ যুবক। এ ছাড়াও ২০ জুলাই বুধবার ২০১৬ ভোরে অজ্ঞাত দুই যুবক বিয়ানীবাজার উপজেলার পঞ্চখণ্ড রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে প্রবেশের চেষ্টা করে। তারা আশ্রমে ফটকে এসে পুরোহিতকে খুঁজতে থাকে। এ সময় প্রহরীরা বাধা দিলে তারা ফিরে যায়। ২৩ আগস্ট ২০১৬ নরসিংদীর একটি কালী মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক চিত্তরঞ্জন আর্যকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করে দুর্বৃত্তরা।

এ জাতীয় হত্যাচেষ্টার ঘটনার মধ্যে ২৭ জুন ২০১৬ ঘটে যাওয়া ১টি ঘটনা আমাদেরকে একান্ত সাদের ব্যথা কেন টানে? ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃন্ময় মজুমদার ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিলেন। বাগেরহাটে এই হিন্দু তরুণকে একটি চায়ের দোকানের সামনে পেয়ে দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাত করে, এতে তিনি বুকে আঘাত পান। তার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য সেদিন সন্ত্রাসীরা চলে গেলে গুরুতর আহত তরুণ প্রাণে বেঁচে যান। তার হত্যার উদ্দেশ্যে চাকু চালানোর আগে উক্ত তরুণের নাম জানতে চায় দুষ্কৃতকারীরা, পরে তার ধর্মীয় পরিচয় নিশ্চিত হতে তার প্যান্ট খুলতে বলা হয় এবং হিন্দু পরিচয় নিশ্চিত হলে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করে সন্ত্রাসীরা।

২০১৬ সালে কমপক্ষে ৯৬টি হত্যার হুমকি প্রদানের ঘটনা ঘটে। এই সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রধান মন্দিরসমূহের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিসহ অন্যান্য অনেক মঠ ও মন্দিরের সংশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। ১৫ জুন ২০১৬ ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। ২৮ জুন ২০১৬ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের প্রধানকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। হত্যার হুমকি দেওয়া হয় সারা দেশের অনেক প্রত্যন্ত এলাকার মন্দিরের সেবকদের। এ সব হুমকি সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা তৈরি করে।

২০১৬ সালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩২টি। তার মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন মা-মেয়েসহ ১৫জন। ১১ জুন ২০১৬ সংখ্যালঘু হিন্দু মা ও মেয়ে গণধর্ষণের শিকার হন পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায়। ধর্ষকরা রাজনৈতিক প্রভাবশালী হওয়ায় সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উক্ত দুজন নির্যাতিত নারী। ১৫ জুন ২০১৬ জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় এক হিন্দু গৃহবধূ গণধর্ষণের শিকার হন। ৪ এপ্রিল ২০১৬ মিরসরাইয়ে একটি আদিবাসী পরিবারে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে চার দুর্বৃত্ত। ২২ এপ্রিল ২০১৬ শুক্রবার ভোরে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে উপজেলার সাহেবাবাদ এলাকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী এক গৃহবধূকে হাত-পা বেঁধে গণধর্ষণ করে দুর্বৃত্তরা। ১২ মে ২০১৬ কুষ্টিয়া শহরে একজন খ্রিস্টান শিক্ষিকা এবং ২১ মে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় এক হিন্দু স্কুলছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হন। সেপ্টেম্বর মাসে বাগেরহাটের মোলাহাট উপজেলার চুনখোলা ইউনিয়নের শোলাবাড়িয়া গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূকে ভয় দেখিয়ে ১৫ দিন ধরে ধর্ষণ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ধর্ষক ওই পরিবারের সবাইকে হত্যার হুমকি দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখে। এমনকি তলোয়ারের কোপে ধর্ষিতার পায়ের গোড়ালি কেটে ফেলা হলেও তাকে হাসপাতালে নিতে দেওয়া হয়নি। ৩ অক্টোবর ২০১৬ দুর্গাপূজা থেকে বাড়ি ফেরার পথে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে সংখ্যালঘু পরিবারের ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক স্কুল ছাত্রী ধর্ষিত হয়। ধর্ষকের চাচা স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান হওয়ায় তিনি থানায় আইনি সহায়তা ও চিকিৎসাসেবা নিতে বাধা দেন বলে অভিযোগ উঠে। ১৬ অক্টোবর ২০১৬ হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পলীতে এক হিন্দু গৃহবধূকে জোর পূর্বক ৩ দিন আটক রেখে গণধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া ১৯ অক্টোবর ২০১৬ দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ৫ বছরের এক শিশুকে পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ ৩১ ডিসেম্বর রাত্রে এক গারো নারী গণধর্ষণের শিকার হন।

২০১৬ সালে ২৮জন অপহরণের শিকার হয়েছেন। ৮ই মে ২০১৬ সোমবার রাতে, বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় ১১ বছরের বিদ্যালয়ে পড়ুয়া হিন্দু বালিকা বৃষ্টি রানীকে অপহরণ করা হয়। ২৪ মে ২০১৬ লামা উপজেলায় ফাঁসিয়াখালীতে ছ্রাইহ্ন মারমা নামে ১৩ বছরের পাহাড়ি কিশোরী অপহৃত হয়, পরে তাকে ধর্মান্তর করে বিয়ে করার খবর পাওয়া গেছে। মেয়েটির বয়স তখনও ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়ায় উক্ত বিবাহ এবং ধর্মান্তরের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এছাড়া একই সময়ে মন্দিরের পুরোহিত ও সেবায়েতগণ অপহরণের শিকার হন।

২০১৬ সালে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৭৭টি। একই সময়ে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল এবং সেই লক্ষ্যে হামলা, নির্যাতন অতীতের সব সরকারের সময় সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না যখন দেখি রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে সংখ্যালঘুরা সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হয়। অর্পিত সম্পত্তি থেকে শুরু করে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার নামে, উন্নয়নের নামে, পর্যটনের নামে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে, শিল্পের নামে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে দেশের আবহমান কাল থেকে বসবাসরত চাকমা, গারো, খাসিয়া, সাঁওতাল, রাখাইন, হিন্দু-আদিবাসী ও আদি বাসিন্দাদের তাদের সম্পত্তি হারাচ্ছেন। সর্বশেষ দেখা যায় ৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের ঘটনায় নিরীহ একটি সম্প্রদায়ের উপর প্রশাসনের নির্মম পাশবিকতা। নিজ পিতৃপুরুষের সম্পত্তি আঁকড়ে থাকতে চেয়ে তারা হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছেদের শিকার হলো খোদ প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ তৎপরতায়।

বিগত কয়েকবছরে তথ্যপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের নতুন কৌশল শুরু হয়েছে। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারে রামুর ঘটনার বিষয়টি প্রবল বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে দেশবাসী। এর পর থেকে প্রায়ই ঘটছে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অজুহাতে সংখ্যালঘু নির্যাতন। এ জাতীয় হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না শিক্ষকরাও। সর্বশেষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলাম অবমাননার অভিযোগ তুলে গত বছরের ৩০ অক্টোবর নাসিরনগরে ১৫টি মন্দির এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দেড় শতাধিক বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়।

এই ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যথাযথ তৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। মূল ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেও সেখানে একাধিকবার হামলার ঘটনা ঘটে যখন সেখানে প্রশাসন সক্রিয় ছিল। একই সময়ে সারাদেশে বেশকিছু মন্দিরে হামলা করা হয়। এসব কাজে দায়ী গোষ্ঠীকে সনাক্ত কিংবা চিহ্নিত করতে দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুরু হয় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ। এর ফলে বরাবরের মতো সাম্প্রদায়িকতার নীল নকশা তৈরির হোতারা অধরাই থেকে যাচ্ছে। যখনই সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে তখনই সন্দেহ করা হচ্ছে, সরকারের বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক দল কিংবা সাম্প্রদায়িক কোনো শক্তি সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এই কাজ করছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোচিত হামলার রেশ না কাটতেই গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে।

উক্ত ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়ভাবে সাঁওতালদের উচ্ছেদে বর্বরতা প্রদর্শন করেছে এমন অভিযোগ উঠেছে। সাঁওতালরা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। তাদের ওপর এমন রাষ্ট্রীয় বর্বরতা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ঘটনার পর দুই মাস অতিবাহিত হলেও প্রকৃত দোষীরা গ্রেফতার হয় নি। এই তীব্র শীতে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন যাপন করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

বিগত বছরের শেষের দিক থেকে আবারো দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুধর্ম ত্যাগের, দেশে বাঁচতে চাইলে কলেমা পড়ার, পূজার্চনা করলে মরবার, পরিবার পরিজনসমেত ধর্মান্তরের অন্যথায় শেষ খাবার খেয়ে নেয়ার এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার হুমকি সংবলিত চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিগত ২৮ ডিসেম্বর এ জাতীয় হুমকি সংবলিত চিঠি পেয়েছেন পঞ্চগড়ের আটোয়ারীর স্থানীয় ঐক্য পরিষদের সভাপতি কল্যাণ কুমার ঘোষের পুত্র কমলেশ চন্দ্র ঘোষ, গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ মুনিরাম মহারাজ, সদর দুর্গামণ্ডপের পূজারী পরিমল চক্রবর্তী ও আড়োয়াখোয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রতন কুমার রায়। ইতিমধ্যে স্থানীয় থানায় এ ব্যাপারে ডায়েরি করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসককে একই সাথে অবহিত করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতা আরও হুমকির সম্মুখীন, সেই বার্তা নিয়েই নতুন ইংরেজি বছর এসেছে। বছরের শুরুতে এদেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে যে বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাতে নতুন করে সংযোজিত ও বিয়োজিত বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির অবস্থান থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। হিন্দুত্ব ও নাস্তিক্যবাদের অভিযোগে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর দাবির মুখে যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে তা কুফল হাজার বছরের চিরন্তন বাঙালি সংস্কৃতিকেই হুমকির মুখে ফেলবে।

বিক্ষোভ প্রতিবাদ সভা

নওগাঁয় বদলগাছী মোড়ে ঐক্য পরিষদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা

ছবি : পরিষদ বার্তা

নওগাঁয় বদলগাছীতে ঐক্য পরিষদের প্রতিবাদ সভা

॥ নওগাঁ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

গত ১৩ জানুয়ারি নওগাঁর বদলগাছীতে 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই' এই দাবি সামনে রেখে সারাদেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বদলগাছী উপজেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন দুপুরে উপজেলার চৌরাস্তার মোড়ে ঐক্য পরিষদ বদলগাছী উপজেলা শাখার সভাপতি অরুণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নওগাঁ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য চিত্ত রঞ্জন সাহা, সংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার অজিত কুমার সরকার, বদলগাছী শাখার সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার মণ্ডল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিভাষ কুমার অধিকারী, ভগীরত কুমার মণ্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক অলোক কুমার মুস্তফী, উপদেষ্টা জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল, দীনেশ কুমার সিংহ ও সদস্য রঞ্জত কান্ত গোস্বামী। এসময় প্রায় তিন শতাধিক লোকজনের সমাগম ঘটে।

পরিষদ বার্তার ই-মেইলে সংবাদ পাঠানো প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা parishadbarta@gmail.com-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশিষ্ট খবর বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

ওপরের নির্দেশেই হেফাজতের ১৩ দফা বাস্তবায়িত হয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

feeling; যা আমি বলতে চাই তা হলো সাম্প্রদায়িক অনুভূতি আর সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক নয়। কিন্তু নিষ্ঠুর বা আগ্রাসী কোন সম্প্রদায় যদি অন্য কোন সম্প্রদায়কে যে আকারেই হোক না কেন আঘাত বা ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহলে এই কাজকে সাম্প্রদায়িকতা বলা যেতে পারে। এই আগ্রাসী কাজ হত্যা, যৌন হয়রানী বা ধর্ষণ, লুটপাট, সম্পদ, সম্পত্তি, বাসস্থান ধ্বংস এমন কি অশালীন ভাষায় মৌখিক গালাগাল, অসম্মানজনক ব্যবহার ইত্যাদির দিকে সম্প্রদায়কে ধাবিত করতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা এক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রকাশ পেতে পারে যৌথভাবে বা ব্যক্তি স্তরেও। যথা প্রসঙ্গে আসা যাক। সামপ্রতিক কালে যে ইস্যুটি শুধু শিক্ষা জগতে, অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আলোড়িত করছে তা হলো প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকাদির ইসলামিকরণ বা ইসলামাইজেশন (Islamisation)। তাও আবার কোরআন ও পয়গম্বর (দঃ) প্রচারিত ইসলামের পথে ইসলামিক সাধন নয়। পাঠ্যপুস্তকের এই তথাকথিত ইসলামি সাধন সম্পন্ন করেছে ইসলাম পসন্দ একটি তরিকা 'হেফাজতে ইসলাম'; এর অর্থ হলো ইসলামকে হেফাজত করা বা দেখভাল করা, সেবাযত্ন করা, সর্বোপরি ইসলামকে রক্ষা করা। দলটির নেতা হলেন, শায়খ-উল-ইসলাম আলামা শাহ আহমদ আলামা শাহ আহমদ শফি। দলটির প্রধান দপ্তর দেওয়ানগঞ্জ, চট্টগ্রাম। পাঠকদের মনে আছে হয়তো এই দলটি এবং তার নেতা চট্টগ্রাম থেকে ট্রাক-বাস-রেল যোগে ঢাকায় এসেছিলেন শাহবাগ মঞ্চ দখল করে শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জনাব শফির নেতৃত্বে ইসলামি হুকুমত কায়েম করা। সে সময় শাহবাগমঞ্চে সমবেত তরুণরা এবং পুলিশ তাদের যেভাবে চত্বর ছাড়া করেছিল, তা দলীয় সদস্যদের বহুদিন মনে থাকবে। মনে হয় অনেক দিনের কথা, তাদের 'স্মৃতি বিস্মরণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাই নতুন ইস্যু নিয়ে আবার হেফাজতের নেতা কর্মীরা ঢাকায় জমায়েত হয়েছেন। এবারের মতন উদ্দেশ্য হলো, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বা এনসিটিবি (National Curriculum Textbook Board) আয়ত্তায় এনে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের (৭ম ও ৮ম শ্রেণি) পাঠ্যপুস্তক তাদের পসন্দমাফিক ছাপান হয়, এবং সে মোতাবেক তারা পুস্তক তালিকা সরবরাহ করে। বোর্ডের কর্মকর্তারা কী করে হেফাজতের আদেশবাহী অনুগত সেবকে পরিণত হলেন, তা আলাহতালাই বলতে পারেন। হেফাজতের নির্দেশমত ইসলামসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকল। আর পুস্তক প্রকাশে হেফাজতের দাবি পূরণ হওয়াতে হেফাজত এবং আরও কয়েকটি ইসলাম পসন্দ দল উলাস ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে জামায়াতে ইসলামী এর মধ্যে নেই, যতদূর জানা গেছে কারণ জামায়াত মওদুদিবাদী ইসলাম ওহাবি ইসলাম অনুসারী যার পৃষ্ঠপোষকতা করেন সৌদি বাদশা।

এখন প্রশ্ন হলো এত বিপুলভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনায় একটি বিশেষ তরিকার ইসলাম পসন্দের দল এনসিটিবিতে অনুপ্রবেশ করলো কীভাবে শুধু তাই নয় যখন এনসিটিবির নজরে আসে যে হেফাজতের আদেশ মত মোট ২৯টি বিষয় সংযোজনের কথা ছিল তার মধ্যে ২৭টি লেখা নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হলেও, ২০১৩-১৬ সাল থেকে অন্তর্ভুক্ত দুটি রচনা হেফাজতিরা বর্জনের দাবি জানালেও তা রয়ে গেছে। এ দুটি লেখা হলো বহুল পরিচিত লেখক উপেন্দ্রকিশোরের বিরচিত 'রামায়ণ কাহিনী' (৮ম শ্রেণির জন্য) এবং জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৭ম শ্রেণির জন্য লেখা গল্প 'লালু'। এনসিটিবিতে হৈচৈ পড়ে গেল কেমন করে, কেন হেফাজতের নির্দেশ অমান্য করে লেখা দুটি লেখা হলো। কাপকাড়া দিতে হলো সরকারি প্রতিষ্ঠান এনসিটিবিকে, এত বড় দুঃসাহস হেফাজতের আদেশ অমান্য করা, এনসিটিবির কর্মকর্তাদের ঘাড়ে কয়টি মাথা রয়েছে। তথাকথিত ক্রটিমুক্ত করে নতুন করে বই ছাপানো হলো, আর ভুল (?) পুস্তকগুলি গুদামজাত হলো -সরকারি টাকার কী সদ্ব্যবহার। উপরওয়ালা কার নির্দেশে এসব কাণ্ড হচ্ছে জানবার উপায় নেই। আমার জানা যা আছে তাহলো এনটিবিসির কোন ক্ষমতা নেই নিজ উদ্যোগে কোন পাঠ্যবই রচনার বা প্রকাশের। প্রতিষ্ঠানটি হলো হুকুমতামিলবাহক, উপরওয়ালার আদেশ বাস্তবায়নই তার কর্তব্য। যে চলমান অব্যবস্থা সৃষ্ট হয়েছে অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িককরণ, এর জন্য এনটিবিসিকে দায়ী করা চলে না।

এনটিবিসির হেফাজতকরণ বা মুনতাসীর মামুনের ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের 'হেজাবীকরণ' এর পেছনে আছে অনেক বড় শক্তি আমলাতন্ত্র, সরকারের এক অংশ এবং ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সংশিষ্টতা, নইলে এনটিবিসির এমন সাহস নেই তারা উপরতলার নির্দেশ ছাড়া হেফাজতের ১৩ দফার বাস্তবায়নে সাহস পাবে। যেহেতু এনসিটিবি শিক্ষা-সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, তাই একটি বালকও জানে এর কর্মকাণ্ড চালিত হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা সচিবালয়ের আয়ত্তাধীনে ও নির্দেশক্রমে। তাই বর্তমানে সৃষ্ট পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িককরণের দায়ভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা সচিবালয় এড়াতে পারেন না। সার্বিক দায়িত্ব অবশ্যই শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদকে নিতে হবে। শুধু এটুকু বললে হবে না 'আমাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হবে।'

পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িককরণের জন্য যারা দায়ী, আমরা আশা করব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই, থাকতে পারে না। কারণ বাংলাদেশের জন্মই তো মুক্তিযুদ্ধের ভিত। আমাদের নীতি নির্ধারকদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু অধিবাসীর বাস এবং গণতান্ত্রিকভাবে এবং আইনত সম অধিকার স্বীকৃত। তাই এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রমের কোন স্তরে যদি শিক্ষার্থীদের সাথে ধর্মপুস্তকের পরিচয় ঘটানোর প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহলে তাদের স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠদান করতে হবে, মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন পরিচিত হবে ইসলামের সাথে তেমনি খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীরা পড়বে বাইবেল, বৌদ্ধ ছাত্ররা পাঠ করবে ত্রিপিটক বা বৌদ্ধপণ্ডিত রচিত কোন পুস্তক, বয়স বা শ্রেণি ভেদে হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা সিলেবাস অনুযায়ী রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা ...পড়তে পারে।

পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িককরণ বা তথাকথিত ইসলামাইজেশনের জন্য দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রকে পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্য দিয়ে অপচেষ্টা আমাদের সংবিধান বিরোধী কার্য এবং যারা এই অপকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের শাস্তিদান অবশ্য কর্তব্য সরকারের।

এখন প্রশ্ন হলো একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের উপযোগী যেমন শিক্ষাব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলেছি, কিছু ক্রটি সত্ত্বেও, আমাদের শিক্ষাসংশিষ্ট শিক্ষাবিদরা, লেখক, কবি, আমরা আশা করব এই রাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের হাতে চমৎকার পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে পারবেন। আর একটি বিষয়ের দিকে আমাদের মনে রাখতে হবে বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমাদের বাংলাসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যকর্মের পরিচয় ঘটাতে হবে ক্রমে ক্রমে পর্যায়ক্রমে।

লেখক: বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরিষদ বার্তার উপদেষ্টা

পীরগঞ্জে ভূমিহীন ও আদিবাসীদের বাড়িতে হামলার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ

ছবি : পরিষদ বার্তা

পীরগঞ্জে ৯ ভূমিহীন বাড়িতে হামলা ॥ ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

॥ ঠাকুরগাঁও থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ৯ ভূমিহীন ও আদিবাসী বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ। ঠাকুরগাঁও জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড: ইন্দ্রনাথ রায় সীমান্তবর্তী বৈরচুনা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের খোঁজ খবর নেন। এসময় পীরগঞ্জ উপজেলার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অতুল চন্দ্র রায়,সাধারণ সম্পাদক গোপীকৃষ্ণ রায়,পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি প্রফুল- কুমার রায়, সাংবাদিক বিষ্ণু পদ রায়,উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উলেখ্য ঐ গ্রামের একটি খাস জমিতে কয়েকদিন আগে আদিবাসী সহ ৯টি ভূমিহীন পরিবার টিনের চালা দিয়ে বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করে। গত ৯ জানুয়ারি রাত ৮টার দিকে দুর্বৃত্তরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ভূমিহীনদের মারপিট করে টিনের চালা গুঁড়িয়ে দেয়। এসময় দুই ভূমিহীন পরিবারের দু'টি খড়ের স্তুপ ও একজনের গোয়াল ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পীরগঞ্জ দমকল বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাতেই পর প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে ১২ জনের নাম উলেখ করে আরো অজ্ঞাত ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ এরই মধ্যে মারফত আলী নামের একজনকে আটক করে জেলহাজতে প্রেরণ করেছে। এলাকায় আইন শৃংখলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেখানে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করেছে পীরগঞ্জ থানা পুলিশ।

মরণ-ছোবল বনাম মরণ-বাঁচন

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

- ১৯৭১ নভেম্বর ২২ যশোর, রংপুর, সিলেট ও চট্টগ্রাম চারটি সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর মুক্তিবাহিনীর সামরিক চাপ জোরদার।
- ১৯৭১ নভেম্বর ২৩, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন "মুক্তিযুদ্ধ এখন যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে বাংলাদেশের শত্রুকে আঘাত করবে।"
- ১৯৭১ নভেম্বর ২৪ ঢাকা শহরের নিকটবর্তী নবাবগঞ্জ থানা অঞ্চল মুক্ত। বিগত ৮ মাসে ৭টি বড় যুদ্ধে ৩০০ পাক সেনা নিহত, ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ। এই দিন পরাজিত পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হয়।

মুক্ত নবাবগঞ্জে ২৫ নভেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন আওয়ামী লীগ নেতা মুন্সী আব্দুল আজিজ ও ন্যাপ নেতা আব্দুল হামিদ খান মজলিশ।

- ১৯৭১ ২৭ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অপসারণ।
- ১৯৭১ নভেম্বর ৩০, জামায়াতের আমীর গোলাম আজম রাওয়ালপিন্ডিতে বলেন, "জামায়াত ইসলামের সদস্য ও রাজাকাররা পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিচ্ছে।"
- ১৯৭১ ডিসেম্বর ৩ পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ শুরু।
- ১৯৭১ ডিসেম্বর ৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোলকাতার গড়ের মাঠে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নীতিনির্ধারণী বক্তৃতা।
- ১৯৭১ ডিসেম্বর ৪, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা। বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড।
- ১৯৭১ ডিসেম্বর ৬, বাংলাদেশকে ভুটানের স্বীকৃতি প্রদান। পরে ভারতের স্বীকৃতি প্রদান এবং
- ১৯৭১ ডিসেম্বর ৫, নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবে চীনের ভেটো প্রদান। একই দিনে আমেরিকার পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো প্রদান।
- ১৯৭১ ডিসেম্বর ১০, পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করেন।

সিকিম-ভুটান সীমান্তে চীনা তৎপরতা বৃদ্ধি

১৯৭১ ডিসেম্বর ১৩ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে চীনা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো প্রদান। – ১৪ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ঢাকা রাজধানীর চতুর্পাশ অবরুদ্ধ করে রাখে। আত্মসমর্পনের আহ্বান জলে স্থলে আকাশে। – এই দিন বাংলাদেশ মেধা শূন্য করার পাকিস্তানি কার্যক্রম জোরদার। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনীর অফিসারদের তত্ত্বাবধানে রাজাকার, আল-বদর, আল্ শামস্ নিয়ে জরুরী বৈঠকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন জোরদার করা হয়। উক্ত সংগঠনগুলি কিলিং গ্রুপ গঠন, এদের দিয়ে পরিকল্পিতভাবে জাতি সেরা সন্তানদের ধরে এনে বিভিন্ন বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। এই ঘৃণ্য নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৪ ডিসেম্বর সর্বাধিক সংখ্যক বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়। ১৯৭১ ডিসেম্বর ১৫, বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য বিশটি সোভিয়েত রণতরীর ভারত মহাসাগরে অবস্থান। ১৯৭১ ডিসেম্বর ১৬, ১০ টা ৪০ মিনিটে মিত্রবাহিনীর ঢাকা প্রবেশ। ১৯৭১ ডিসেম্বর ১৬, ৪টা ৩১ মিনিটে মিত্রবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ। ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ দলিলে পাক সেনানায়কের স্বাক্ষর। বাংলাদেশ মুক্ত ও স্বাধীন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস নবপর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৩৩-২৯২৩৯৬ যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

কালীগঞ্জে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর

ছবি : পরিষদ বার্তা

বিভিন্ন স্থানে হামলা, প্রতিমা ভাংচুর

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

জানুয়ারি মাসে সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়েছে মন্দিরে, প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন ও ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সূত্রে পাওয়া খবর এখানে তুলে ধরা হলো।

বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বৃদ্ধাকে হত্যা

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার কয়ামাজপুর গ্রামে বৃদ্ধ লাবণ্য প্রভাব বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত ১৪ জানুয়ারি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম জানান, এটি পরিকল্পিত নাশকতা ও হত্যাকাণ্ড, পুলিশ কোনো দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করার প্রমাণ পেয়েছে। তিনি আরও জানান, এর আগে দু'বার বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। কিন্তু বাড়ির লোকজন টের পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ায় পরিকল্পনাকারীরা সফল হয়নি। এবার দাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। লাবণ্য প্রভার শরীর পুড়ে যায়, তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

রূপগঞ্জে মন্দিরে হামলা প্রতিমা ভাংচুর

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা এলাকার রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে হামলা ও কীর্তন কুঞ্জে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি রাতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি গণেশ চন্দ্র পাল জানান, চার-পাঁচটি মোটর সাইকেলে একদল দুর্বৃত্ত মন্দিরে চড়াও হয়, কীর্তন কুঞ্জে আগুন ধরিয়ে দেয়।

জেলা পরিষদের সদস্য শীলা রানী পাল বলেন, গত জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে প্রতিহিংসামূলকভাবেই একটি চক্র মন্দিরে হামলা চালিয়েছে।

নড়াইলে এক সংখ্যালঘু পরিবার হুমকির মুখে পালিয়ে বেড়াচ্ছে

নড়াইলের লোহাগড়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবার গ্রামের প্রভাবশালীদের হুমকির মুখে প্রায় এক একর জমি ও বাড়িঘর ফেলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ইতনা ইউনিয়নের কুমারডাঙ্গা গ্রামের স্বর্গীয় অনন্ত পালের ছেলে আশুতোষ পাল ও পঙ্কজ পাল মাকে নিয়ে ৩০ শতাংশ জমিতে নির্মিত বাড়িতে বসবাস করেন। তাদের মোট জমির পরিমাণ প্রায় এক একর। কিন্তু গাড়ি ও জমির ওপর নজর পড়েছে প্রতিবেশি প্রভাবশালীদের। আশুতোষ পাল জানান, রাজিব ফকির, সোহেল ফকির,

পৃষ্ঠা ২

বগুড়ায় মতবিনিময় সভা

যেখানে আক্রমণ সেখানেই প্রতিরোধ

॥ বগুড়া প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে গত ১৩ জানুয়ারি বগুড়ার সনাতন মন্দিরে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগুনোর উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ এন সি বাড়ৈ সাম্প্রদায়িক ক্রমঅবনতিশীল পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ ঘটছে বলে উলেখ করেন। সাগর রায় বলেন, সংখ্যালঘুদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অর্জন, সাফল্য আছে। গোপাল তেওয়ারী কেন্দ্রীয়ভাবে পথনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সুভাষ দত্ত বলেন, 'জন্ম থেকেই জ্বলছি'। মাঝেমধ্যে মনে হয় প্রাপ্য আদায় করতে চলেছি, কিন্তু হয় না। সংখ্যালঘুদের চিৎকার এখন বেশী শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কারণে। সংসদে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে কেউ কথা বলছে না। আজকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব চাই।

ডাঃ নরেশ রায় বলেন, ছাত্র-যুবকরা এখন অনেক বেশী সচেতন। তারা যাতে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে পারে তজ্জন্যে সবাইই সচেষ্ট হওয়া দরকার। ববিতা বর্মণ সংখ্যালঘুদের অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হবার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। নেতৃত্বের অনেকের মধ্যে অহংকার কাজ করছে উলেখ করে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সংকট রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিধান সেন বগুড়াকে 'প্রতিক্রিয়াশীল এলাকা' হিসেবে উলেখ করে বলেন, ঘটনা এখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে। মন্দির থেকে বিগ্রহ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। নির্বাচনে পরাজিতরা সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চালায়। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তরা তাৎক্ষণিক সমাধান চায়। না পেলে তারা হতাশ হয়ে যায়।

পৃষ্ঠা ২

আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জামায়াতপন্থী ১৬৫ ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত

দেশের আড়াই কোটি সংখ্যালঘু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্ব চায় : রানা দাশগুপ্ত

॥ খুলনা থেকে বিমল সাহা ॥

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেছেন, দেশের আড়াই কোটি সংখ্যালঘু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব চায়। জাতীয় সংসদের ৬০টি আসন সংখ্যালঘুদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন আমাদের প্রত্যাশা। বৈষম্যের কথা উলেখ করে তিনি বলেন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৭২ জন জনপ্রতিনিধি ছিল। এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংসদ সদস্য ১৭ জন। আয়ম খানের আমলে চারজন মন্ত্রী ছিল। এখন মন্ত্রী দুই জন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

গত ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার খুলনা শহীদ হাদিস পার্কে অনুষ্ঠিত হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা ও মহানগরের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের অভিযোগ করে বলেন, যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের সাথে জড়িত আগামি নির্বাচনে তাদের মনোনয়ন দিলে আমরা তাদের ভোট নাও দিতে পারি।

পৃষ্ঠা ২

ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ
এ্যাড রানা দাশগুপ্ত
জনাব শেখ হারুনুর রশীদ
শ্রী পঞ্চানন বিশ্বাস
জনাব মিজানুর রহমান মিজান

খুলনায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। পাশে মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

ছবি : পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২, ০১৭১৫১৫৮৩৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।